A BETTER WORLD

EDGE EDUCATION

শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিকে আনন্দময় করণ

মাহিনুর রহমান খান

শিক্ষাগ্রহণ শব্দটি সামনে এলেই আমরা কেন যেন অবচেতনেই একটি শ্রেণীকক্ষের ছবি দেখতে শুরু করি। অথচ শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপ্তি যে গর্ভাবস্থা থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত - এ কথা আমরা ভুলেই থাকি বলা চলে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ শুরু হয় পরিবার থেকে। আর পরিবার থেকে প্রাথমিকভাবে যে শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারটি শুরু হয় - তা কতখানি আনন্দদায়ক হয় তা ভেবে দেখবার বিষয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই প্রাথমিক পর্যায়ে পাওয়া মূল্যবোধ বা নীতিগত শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবারগুলি শিশুদের আনন্দ দিতে ব্যর্থ হয়। তারা প্রচন্ড কড়া অনুশাসনের ভেতর দিয়ে, মানসিক চাপ প্রয়োগ করে, এমনকি কখনও কখনও নৈরাশ্যবাদী উদাহরণ টেনে বা 'নিশ্চিত ব্যর্থ' ভবিষ্যতের ভয় দেখিয়ে বাচ্চাদের মনোবল আগেই ভেঙ্গে চুরমার করে এই মূল্যবোধ বা নীতির শিক্ষা দিতে গিয়ে গোড়ায় গলদ করে বসে থাকেন - যা মোটেই কাম্য নয়।

সুতরাং, দেখা যায় অতি প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবারের কাছে পাওয়া শিক্ষার ভেতর আনন্দ খুঁজতে গিয়ে অধিকাংশ শিশুকেই হোঁচট খেতে হয়। কারণ, যুগ যুগ ধরে আমাদের সমাজে এভাবেই প্রাথমিক পর্যায়ের পারিবারিক শিক্ষাটি দেওয়া হচ্ছে। তাই, এক্ষেত্রে এতদিনের গড়ে তোলা নিয়মকে ভেঙ্গে ফেলতে হলে সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমেই তা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি এলাকায় সরকারের সহযোগিতা নিয়ে নব বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে তাদের ভবিষ্যৎ সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্য লালনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে। বিশেষজ্ঞ মনোবিদরা সপ্তাহে একটি দিন যদি এ কাজে ব্যয় করেন তবে তা আমাদের সমাজে খুব কম সময়ের মধ্যেই ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করবে বোধ করি। এছাড়াও আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলের জন্যও বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের সভার আয়োজন করা যেতে পারে যা থাকবে উন্মুক্ত এবং মানুষ যেন খুব স্বতস্ফূর্তভাবে স্বেচ্ছায় সেখানে যোগদান করে সে বিষয়ে সচেতনতা তৈরী করাটাও সমানভাবে জরুরী।

আমাদের দেশে প্রতিদিনই নানা ধরনের বিষয়কে কেন্দ্র করে গোলটেবিল বৈঠক হচ্ছে বটে, কিন্তু সেখানে সাধারনের প্রবেশ একরকম নিষিদ্ধই বলা চলে। আর যেসব বিষয়ে আমরা প্রতিনিয়ত গোলটেবিল আলোচনা করে যাচ্ছি তার থেকে এই মূল্যবোধ ও নীতিগত শিক্ষা প্রদানের বিষয়টি আনন্দদায়ক করে তোলার ব্যাপারটির গুরুত্ব বেশি বৈ কম নয়। কারণ এটি অত্যন্ত মূল সন্নিকটস্থ বিষয় - যার সমাধানের দিকে নজর দিলে তা আমাদের বহু দীর্ঘমেয়াদী সমস্যার সমাধান করে দিবে খুব সহজেই।

আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বলা যায় এই 'অতি-আধুনিক' একক পরিবারে বেড়ে ওঠা সন্তানেরা তাদের বাবা মায়ের সংস্পর্শ পাচ্ছে খুবই কম। তার মধ্যেও যখন একজন ১০ বছর বয়সী সন্তান খুব ছোট্ট একটা ভুল করছে, তখন তার কপালে জুটছে সেই বাবা মায়ের কড়া চোখ রাঙানী - যা তার মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করছে নিঃসন্দেহে। অথচ এই বাবা মা শহরে এসে পড়ালেখা করে 'শিক্ষিত' হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ছেড়ে আসতে পারেননি তার গ্রামীণ যৌথ পরিবারের বাবা মায়ের করা ভুলগুলো। বলে রাখা ভাল, যৌথ পরিবারের বাবা মা সন্তানকে শাসন করলে কিংবা মানসিক যন্ত্রনায় ফেললেও অন্যান্য নিকটাত্মীয় এসে তাদের সহমর্মী হয়ে দাঁড়াতো, তাদেরকে আদর-যত্ন আর ভালোবাসা দিয়ে বোঝাত, যে সুযোগ থেকে বঞ্চিত এই একক পরিবারের সন্তানেরা। সুতরাং, নতুন বাবা মাকে বুঝতে হবে সন্তানকে, সন্তানের ইচ্ছাকে, সন্তানের স্বপ্নগুলোকে। নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে ভালোবেসে, শাসন করে নয়। তার চেয়েও বেশি খেয়াল রাখতে হবে সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি। আর সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে বাবা মায়েরা যে হঠাৎ করে সচেতন হয়ে উঠবেন, তা আশা করাটাও সমীচিন নয়।

সুতরাং, শিক্ষাগ্রহণের যে প্রাথমিক পর্যায়, অর্থাৎ, পারিবারিক শিক্ষার জায়গাটাকে আনন্দময় করে তুলতে হলে সরকারী সহযোগিতায় নব বিবাহিত দম্পতিদের এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়ার কোন বিকল্প নাই।

এবারে আসা যাক, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জগতে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচন্ড রকম কাঠামোবদ্ধ এবং রসকষহীন। শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে ছাত্রবান্ধব না করা অব্দি তা শিক্ষার্থীদের কাছে যে আনন্দহীনই থেকে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আমাদের শিক্ষা কাঠামোর উপযোগী করে যে সকল পাঠ্যবই রচিত তার ভেতরে বলতে গেলে শুধু তত্ত্বই চোখে পড়ে; তত্ত্বের সহজ, সাবলীল ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সহজ এবং আকর্ষণীয়ভাবে এ সকল তত্ত্বকে উপস্থাপনের বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণেতাদের আরো আন্তরিক ও যত্নশীল হবার জায়গা রয়েছে।

এতো গেল শিক্ষাগ্রহণের অন্যতম মাধ্যম পুস্তককে আনন্দদায়ক করে রচনা করার ব্যাপার। কিন্তু এর চেয়েও অনেক বেশি নজর দেওয়া উচিত এই পাঠ্যপুস্তক শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপনকারীদের, অর্থাৎ, শিক্ষকদের প্রতি। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অবহেলিত পেশাগুলির মধ্যে শিক্ষকতা অন্যতম। স্নাতকোত্তর করবার পর যখন একজন মানুষ ভাল একটি চাকুরী পেতে ব্যর্থ হচ্ছেন, তখনই তিনি আসছেন শিক্ষকতা পেশায়। সুতরাং, শিক্ষকতা পেশাটি যে ক্রমেই মেধাধীন হয়ে তার ঔজ্জ্বল্য হারাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। আবার এমনও দেখা যাচ্ছে, বহু শিক্ষার্থী - যারা মূলত মুখস্থবিদ্যায় পারদর্শী তারা খুব সহজেই সরকারী চাকুরীর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় টিকে সরকারী কলেজের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করছেন। অথচ এই মানুষটি সারাজীবন আনন্দহীন মুখস্থনির্ভর একটা শিক্ষাজীবন পার করে এসেছেন, সুতরাং তিনিও ছাত্রদের ঐ আনন্দহীন পথের দিকেই ধাবিত করছেন। আবার এমনও কিছু উদাহরণ পাওয়া যাবে, যেখানে শিক্ষক প্রচন্ড মেধাবী, প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন, বোঝেন ভাল - অথচ শিক্ষা প্রদানের যে সামর্থ্য - তা যথার্থ নেই। অর্থাৎ, তিনি নিজে খুব ভালো বোঝেন কিন্তু শিক্ষার্থীদের বোঝাতে গিয়ে হিমশিম খান তার ব্যক্তিগত উপস্থাপনা সম্পর্কিত অপারদর্শীতার কারণে। সুতরাং, বলা যায় যে, একজন মানুষ খুব ভালো ছাত্র হলেই যে তিনি ভাল শিক্ষক হবেন - এ বদ্ধমূল ধারণা থেকে বেরিয়ে আসাটাও এক্ষেত্রে খুব জরুরী।

সুতরাং, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও এর নির্ণায়কগুলির প্রতি নজর দিতে হবে। ভেবে দেখতে হবে, আমরা কি আদৌ ভাল শিক্ষক হবার নির্ণায়কসমূহ খুঁজে বের করে সেগুলোর উপর গুরুত্ব দিচ্ছি কি না।

শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণকে আনন্দময় করবার জন্য সরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিজিটাল প্রজেক্টরসহ নানান আধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। অথচ শিক্ষকদের চিন্তাধারায় বদল না আসায় তারা সে যন্ত্র ব্যবহার করা থেকে পারতপক্ষে বিরত থাকছেন এবং পুরাতন সেই একঘেঁয়ে পদ্ধতিতেই পাঠদান কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু তাদেরই মধ্যে যে শিক্ষক ডিজিটাল উপস্থাপনার মাধ্যমে পাঠদান প্রক্রিয়াকে রঙ্গ করে নিচ্ছেন, তার ক্লাসে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে বেশি হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা নিঃসন্দেহে আনন্দ পাচ্ছে বলেই সেই ক্লাসে উপস্থিতির হার বাড়ছে। এছাড়াও যে শিক্ষক বই এর ভেতরে দেওয়া উদাহরণ ছাড়াও বাইরের বাস্তব জগৎ থেকে উদাহরণ টানছেন তখন তা শিক্ষার্থীদের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। এ থেকে বলা যায়, উপস্থাপনা পদ্ধতির প্রকারভেদের ভিত্তিতেও শিক্ষাগ্রহণ আনন্দময় করার বিষয়টি অনেকখানি নির্ভর করছে।

প্রযুক্তিগত দিক ছাড়াও আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষাগ্রহণকে আনন্দময় করবার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখে - তা হল শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব। শিক্ষক যদি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে যদি কিছুটা হলেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন, তবে শিক্ষার্থীরা সানন্দে তাকে গ্রহণ করে। কিছু কিছু শিক্ষক আছেন, যারা নিজ উদ্যোগে উপহার কিনে এনে ক্লাসে ঘোষনা দেন যে, আগামী ক্লাস টেষ্টে যে প্রথম হবে তার জন্য থাকবে এই বাক্সবন্দী উপহার!!! এই রকম পদ্ধতির কারণে শিক্ষার্থীরা, বিশেষত স্কুল কলেজ পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এক রকম উৎসাহবোধ করে পড়ালেখার প্রতি। উপহার পাবার আকাঙ্খায় যে আনন্দ তাদের মনের মধ্যে তৈরী হয়, তা থেকেই পড়ালেখার প্রতি তাদের মনোযোগ অনেকাংশে বেড়ে যায় এবং হয়ে ওঠে আনন্দময়।

সুতরাং, শিক্ষক নিয়োগের সময়েই নির্ধারিত নির্ণায়কসমূহ বিচার করেই তার নিয়োগ প্রদান করা উচিৎ। অর্থাৎ, পুরো শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তার নির্ণায়কসমূহ নির্ধারণ করা এবং সে অনুযায়ী নিয়োগ দেবার জায়গাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই এ বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া উচিৎ।

শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিকে আনন্দদায়ক করবার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরও কিছু দায়িত্ব কর্তব্য নিশ্চয়ই আছে। যেমন, কোন জটিল বিষয়কে সহজ করে মস্তিষ্কে ধারণ করার ক্ষেত্রে একজন শিক্ষার্থী মনের মধ্যে একটি চলমান ছবি তৈরী করে নিতে পারে, যা তাকে মুখস্থ নির্ভরতা থেকে মুক্তি দিবে। কিন্তু, এই চলমান ছবি তৈরী করা অর্থাৎ কল্পনাশক্তির যে বিকাশ তাও পরোক্ষভাবে নির্ভর করছে তার শৈশবের শিক্ষার ভিতের ওপর এবং শিক্ষকের উপস্থাপনার দক্ষতার ওপর। আর একজন শিশুর মধ্যে যখন এই বোধ জাগ্রত করা হবে যে, সে একজন স্বাধীন সত্তা, তখন আপনা থেকেই সে তার স্বাধীনতার সীমারেখাটা টানতে শিখবে, যা তার কল্পনাশক্তির বিকাশে সঠিক ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিকে আনন্দময় করতে হলে তার শুরুটা হতে হবে তার মানসিক সত্তা গঠনের পর্যায়ে - পরিবার থেকেই। এতে করে আমরা একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ পাবো যে কিনা তার শিক্ষা জীবনে শিক্ষাগ্রহণকে বোঝা হিসেবে না নিয়ে আনন্দময়তার কেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করবে এবং এই প্রক্রিয়াকে বাস্তবে রূপ দিতে গেলে নব দম্পতিদের সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশ ও সঠিক লালনের উপর প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই।

এছাড়াও, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণকে আনন্দময় করতে হলে প্রযুক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও কিছু নির্ণায়ক নির্ধারণ করতে হবে যার মধ্যে শিক্ষকদেরও ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং তাদের মধ্যে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মানসিকতা তৈরীর ব্যাপারে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সংযুক্ত করতে হবে এবং সেই নির্ণায়কগুলোকে সামনে রেখেই শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। নচেৎ প্রযুক্তির ব্যবহারও মুখ থুবড়ে পড়বে।

অতএব, বলা যেতে পারে যে, ওপরে আলোচিত প্রতিটি বিষয়ের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিকে আনন্দময় করে তোলা সহজেই সম্ভব হবে। ■